ইত্তেফাক

139

তারিখ ... 31/1/78 ...
পৃষ্ঠা ... 3 ... কলাম ... 2 ...

প্রাইমারী স্কুলের কাহিনী

খোলা আকাশের নীচে—গাছতলায় ক্লাস।। ছাত্রসংখ্যা হ্রাস।। কাঁঠালের বদলে আম।। আশু সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ প্রয়োজন

কুমিল্লার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার প্রায় দেড়শত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোন আসবাবপত্র নাই। ছাত্র ও শিক্ষকদের দাঁড়াইয়া লেখাপড়ার কাজ করিতে হইতেছে। কোন কোন বিদ্যালয়ে দরজা-জানালাও নাই।

ঘর না থাকায় চারটি স্কুল চলিতেছে খোলা আকাশের নীচে অথবা গাছতলায়। নানাবিধ অব্যবস্থার দরুন প্রায় একশত স্কুলে ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। মহকুমার মোট ৬৬৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৪ শতটির আশু সংস্কারের প্রয়োজন। গত দুই শিক্ষাবর্ষে ১৪৫টি স্কুল সংস্কার ও পুনঃনির্মাণ করা হইয়াছে। কিন্তু এইগুলির খুঁটি উঁইয়ে ধরিয়াছে। ২৫টি স্কুল সরকারী মঞ্জুরীর অপেক্ষায় রহিয়াছে দীর্ঘদিন যাবৎ।

মহকুমার ঐতিহ্যবাহী নিয়াজ মোহাম্মদ হাইস্কুলটি স্বাধীনতার পর আর্থিক সংকটে পতিত হইয়াছে। যুদ্ধের সময় উহা পাক বাহিনীর সেনানিবাস ও পরে ভারতীয় বাহিনীর সামরিক হাসপাতাল ছিল। ঐ সময় স্কুলের বিজ্ঞানাগারের প্রায় ৪০ হাজার টাকার সরঞ্জাম, গ্রন্থাগারের বই-পুস্তক ও খেলাধুলার সাজ-সরঞ্জাম নষ্ট হয়। সাকুল্যে ক্ষতির পরিমাণ লক্ষাধিক টাকা। অথচ স্কুলটি উল্লেখযোগ্য কোনরূপ সরকারী সাহায্য পায় নাই।

গত জুলাই মাসের ঘূর্ণিঝড়ে যশোরের শৈলকুপা থানার শেখরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহটি বিধ্বস্ত হয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অদ্যাবধি উহা মেরামতের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। ফলে প্রায় ২ শত ছাত্রছাত্রীকে খোলা আকাশের নীচে অথবা গাছতলায় বসিয়া বিদ্যালাভ করিতে হইতেছে। একই অবস্থা ঢাকার রূপগঞ্জ থানার খলাপাড়া (কামারঘোপ) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টির। গত জুনের ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত হওয়ার পর এই স্কুলের গৃহ নির্মাণের জন্য সরকারী টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। টাকা অবশ্য এখনও পাওয়া যায় নাই। পাঁচ-ছয়শত ছাত্র-ছাত্রীকে খোলা আকাশের নীচেই কোন প্রকারে লেখাপড়া করিতে হইতেছে।

যশোরের সিদ্দিপাশা পিবি মাধ্যমিক বিদ্যালয় গৃহটি ১৯৬৪ সালে ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত হইলে স্থানীয় জনসাধারণের প্রচেষ্টায় উহা মেরামত করা হয়। পরে তৎকালীন সরকার উহার জন্য ১৭ হাজার টাকা বরাদ্দ করেন। কিন্তু ৭ হাজার টাকা প্রদানের পর অদ্যাবধি বাকী টাকা প্রদান

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

প্রাইমারী স্কুলের কাহিনী

(৩য় পৃঃ পর)

করা হয় নাই। তারপর আবার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বিদ্যালয়ের যাবতীয় দ্রব্য লুণ্ঠিত হয়। বর্তমানে উহাতে গৃহ ও আসবাবপত্র সমস্যা প্রকট। অর্থাভাবের দরুন শিক্ষকগণ নিয়মিত বেতন পাইতেছেন না। সরকারী সাহায্যে বিদ্যালয়টি টিকাইয়া রাখার জন্য এলাকাবাসী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাইয়াছে।

পাবনা সদর মহকুমার প্রাইমারী স্কুলগুলিতে প্রাপ্ত উন্নয়ন সাহায্যের অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় করা হইতেছে না বলিয়া অভিযোগে প্রকাশ। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই নূতন টিনের পরিবর্তে পুরাতন ও পোড়া টিন, কাঁঠাল কাঠের পরিবর্তে আম কাঠ ব্যবহার করা হইয়াছে। আবার পুরাতন আসবাবপত্র ঘষিয়া মাজিয়া নূতন আসবাবপত্রের মূল্য ধরিয়া বিল করা হইয়াছে। এমনকি সিমেন্ট, বালি, চুন, সুড়কি ব্যবহারেও গোঁজামিল করা হইয়াছে। সাঁথিয়া থানার লোকজন এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও অন্যান্য বিভাগে অভিযোগ করিয়াও কোন ফল পাইতেছেন না।

তালিকা বহির্ভূত স্কুলসমূহ গত ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে তালিকাভুক্ত করানোর সরকারী নির্দেশ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবার পর খুলনা বিভাগের অ-রেজিষ্ট্রীকৃত স্কুলসমূহের প্রধানগণ বরিশালস্থ উপ-পরিচালক, জনশিক্ষা দপ্তরে হাজির হন। কিন্তু উক্ত দপ্তরে কোন লিখিত নির্দেশ না পৌঁছানোর ফলে তাঁহারা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহকে কোন সঠিক নির্দেশ দিতে পারেন নাই। অবশেষে ডিসেম্বর মাসের শেষদিকে ডি ডি পি আই অফিসে লিখিত নির্দেশ পৌঁছে। কিন্তু ৩১শে ডিসেম্বর ব্যাংক বন্ধ থাকায় অনেক স্কুল ২রা জানুয়ারী সোনালী ব্যাংকে রেজিষ্ট্রেশন ফিস জমা দিয়া যাবতীয় কাগজপত্র ডি ডি পি আই অফিসে জমা দেয়। ডি ডি পি আই অফিস ঐ সকল কাগজপত্র গ্রহণ করে নাই।

প্রধান শিক্ষক হাজতে

নড়াইল থানার সীতারামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়নের জন্য ৪৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু অত্যন্ত নীচু মানের কাজ করিবার দায়ে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও কমিটির চেয়ারম্যানকে মহকুমা প্রশাসকের নির্দেশে হাজতে প্রেরণ করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। খবর ইত্তেফাক সংবাদদাতাদের।